যুগান্তর

তারিখ 5 APR 2017
পৃষ্ঠা ৩ ৬ কলাম ২

এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা

দ্বিতীয় দিনে শিক্ষকসহ বহিষ্কার ৯০

যুগান্তর রিপোর্ট

এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার দ্বিতীয় দিন মঙ্গলবার সারা দেশে এক শিক্ষকসহ ৯০ জন বহিষ্কার হয়েছে। এ সংখ্যা গত বছরের দ্বিতীয় দিনে বহিষ্কৃতদের দেড়গুণ। গত বছর দ্বিতীয় দিনে সারা দেশে ৬০ শিক্ষার্থী বহিষ্কার হয়। এদিন কোনো শিক্ষক বহিষ্কার হননি। পরীক্ষায় অসুদপায় অবলম্বনের দায়ে ঢাকা বোর্ডে ৬ জন, কুমিল্লা ও যশোর বোর্ডে ৪ জন করে, চট্টগ্রাম ও সিলেটে ১ জন করে, বরিশাল বোর্ডে ৩ জন, দিনাজপুরে ২ জন বহিষ্কার হয়েছে। মাদ্রাসা বোর্ডে ৩০ এবং কারিগরি বোর্ডে ৩৮ জন বহিষ্কার হয়। বহিষ্কৃত একমাত্র শিক্ষক কারিগরি বোর্ডের অধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক। এদিন ১৩ হাজার ৭০৪ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়া থেকে বিরত থাকে। দ্বিতীয় দিন এইচএসসিতে বাংলা দ্বিতীয়পত্র, আলিমে আরবি প্রথমপত্র এবং কারিগরিতে সকালে ইংরেজি-২ বিষয়ের পরীক্ষা ছিল। কারিগরিতে বিকালে একাদশ শ্রেণীর ইংরেজি-১ বিষয়ের পরীক্ষা নেয়া হয়।

এসএসসিতে বহিষ্কৃত শিক্ষক-কর্মচারীদের শাস্তির উদ্যোগ

এদিকে এবারের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় নানা অভিযোগে কেন্দ্র থেকে বহিষ্কৃত বা দায়িত্ব থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের তালিকা তলব করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি)। মঙ্গলবার সংস্থাটির মাধ্যমিক বিভাগ থেকে এসংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করা হয়।

মাউশি পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক এলিয়াছ হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, 'আমরা এক কর্ম দিবসের মধ্যে তথ্য চেয়েছি। সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে। আমরা এজন্য সুপারিশ পাঠাব।' জানা গেছে, ইতিপূর্বে এ ধরনের অপরাধে জড়িতদের মধ্যে যারা এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক তাদের বেতন-ভাতা স্থগিত করা হয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বদলিসহ বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। নোটিশ অনুযায়ী চিহ্নিতদের তালিকা অধ্যাপক এলিয়াছ হোসেনের ই-মেইলে (eliashossain29@gmail.com) পাঠাতে হবে। এতে বহিষ্কারের তারিখ, কেন্দ্র কোড, বোর্ডের নাম, বহিষ্কৃতের নাম, পদবি ও কর্মস্থল, এমপিওভুক্ত হলে ইনডেক্স নম্বর, এমপিওভুক্ত না হলে সে তথ্য উল্লেখ করতে হবে।

অন্যদিকে সকাল ১০টায় শুরু হওয়া এইচএসসির দ্বিতীয় দিনের পরীক্ষা উপলক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড এবং জেলা-উপজেলা প্রশাসনের ভিজিলেন্স টিম সক্রিয় ছিল। অতীতে কেন্দ্রে নকল বা প্রশ্নের উত্তর সমাধান করে দেয়ার অভিযোগ আছে এমন কেন্দ্রগুলোতে এ টিমগুলো হানা দেয়। নাম প্রকাশ না করে বিভিন্ন কেন্দ্রের প্রধানরা জানিয়েছেন, এ কারণে মঙ্গলবারের পরীক্ষাও তুলনামূলক স্বচ্ছভাবে অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি গত বছরের চেয়ে বহিষ্কারের সংখ্যাও বেশি। এদিন ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান গাজীপুরের বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এ বিষয়ে তিনি যুগান্তরকে বলেন, অতীতের অভিযোগ সামনে রেখে আমরা বিভিন্ন কেন্দ্র নজরে রাখছি। টঙ্গির কেন্দ্রটি মঙ্গলবার গাজীপুর জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধিরাও পরিদর্শন করেন বলে জানান তিনি। এবারের এ পরীক্ষায় সর্বমোট পরীক্ষার্থী ১১ লাখ ৮৩ হাজার ৬৮৬ জন। তবে এদের মধ্যে ১০ লাখ ৮ হাজার ৯৪০ জন বাংলা দ্বিতীয়পত্রসহ অন্য বিষয়ে পরীক্ষায় দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু অংশ নিয়েছে ৯ লাখ ৯৫ হাজার ২৩৬ জন। বাকি ১৩ হাজার ৭০৪ জন অনুপস্থিত ছিল। এদের মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ২ হাজার ২৭৩, রাজশাহীতে ১ হাজার ৫০১, কুমিল্লায় ১ হাজার ১৫৮, যশোরে ১ হাজার ৫৯, চট্টগ্রামে ৯৪২, দিনাজপুরে ১ হাজার ১৬৬, সিলেটে ৫৮৩ ও বরিশাল বোর্ডে ৭০৫ জন। মাদ্রাসা বোর্ডে ২ হাজার ৭৮৩ এবং কারিগরি বোর্ডে ১ হাজার ৫৩৪ জন অনুপস্থিত ছিল।